

ন্যাস

কর শুদ্ধি:----

একটি রক্ত বর্ণ পুষ্প গ্রহণ করিয়া ও মন্ত্রে কর দ্বারা পেষণ করিয়া "হে সৈ" মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশান কোণে ফলেবি।

করন্যাস:----

আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ [উভয়হস্তেরে তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা উভয় হস্তেরে অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করবি।]

ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা [অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তেরে তর্জ্জনী স্পর্শ করবি।]

উং মধ্যমাভ্যাং বষট্ [অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তেরে মধ্যমা স্পর্শ করবি।]

ঐং অনামিকাভ্যাং হুং [অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তেরে অনামিকা স্পর্শ করবি।]

ওং কনষ্টিভ্যাং বট্টাষট্ [অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তেরে কনষ্টি স্পর্শ করবি।]

অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং মন্ত্রায় ফট্ [তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলরি দ্বারা বাম হস্তেরে তলদেশে করতল ধ্বনি করবি।]

অঙ্গন্যাস:-

হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শরিঃ। মধ্যমা-তর্জ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠনে শখি স্মৃতা।। দশভিঃ কবচং প্রকোক্তং তসিভিন্নতেরমীরতিম্। প্রকোক্তাঙ্গুলভিয়াং-মন্ত্রং স্যাদঙ্গকলপ্তরিয়িং মতা।।

তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ প্রকোক্তা নতেরতরয়ে করমাং। যদি নতেরদবয়ং প্রকোক্তং তদা তর্জ্জনীমধ্যমো তন্ত্রসারঃ।

মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনীদ্বারা মস্তকে, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শখিস্থানে, সর্ববাঙ্গুলদ্বারা কবচ; তর্জ্জনী ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলদ্বারা নতেরে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করবি। যদি আরাধ্য দেবতার দুই নতের হয়, সেই স্থলে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলদ্বারা নতের ন্যাস করবি। ইহা শঙ্গন্যাস।

যে স্থলে পঞ্চাঙ্গন্যাসের ব্যবস্থা, সেখানে নতেরপরতিয়াগ করিয়া অপর পঞ্চ অঙ্গে ন্যাস করবি।
বষ্ণুবিশয়ে উপরিত্ত অঙ্গুলনিয়মে ন্যাস করলি প্রশস্ত হয় না। নমিনোক্ত বধিনক্রমে তাহা করতি হয়।
যথা -

অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবন্যে মুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকহেপা।
অধোহঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শখিয়াং করদবন্দবাঙ্গুলয়ো বর্ম্মণি স্যুঃ।

নারাচমুষ্ট্যুদ্বতবাহুয়ুগ্মকাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদতিো ধ্বনসিতু।

বশ্বিবগ্নশিক্তা কথতিন্ত্রমুদ্রা যত্রাক্ষণী তর্জ্জনীমধ্যমে চ।।

বষ্ণুবিশয়ে অঙ্গুষ্ঠহীন সরল হস্তশাখা দ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে ন্যাস করবি এবং অঙ্গুষ্ঠমধ্যগতমুষ্টদ্বারা শখি, উভয় হস্তেরে সর্ববাঙ্গুলদ্বারা কবচ ও তর্জ্জনী এবং মধ্যমানতেরে ন্যাসকরিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা করতলধ্বনি করবি।

অঙ্গন্যাসক্রম:--

আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শরিসে স্বাহা। উং শখিয়াই বষট্। ঐং কবচায় হুং। ওং নতেরাভ্যাং বট্টাষট্। (দেবতা

ত্রনিতের হইলে - "ঔং" বতেরত্রয়য় বট াষট্" বলতিে হয়। অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামন্ত্রায় ফট্। (ত্রজ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম হস্তরে তলদশে বেষ্টন করিয়া করতলধ্বনিকরবিে)।

ব্যাপকন্যাস

ঔ বা মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাদপর্যন্ত এবং পা হইতে হৃদয় পর্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণপূর্বক গাত্ররে অতি সন্নিকট স্থান দিয়া সঞ্চালন করাকে ব্যাপকন্যাস বলে।

ব্যাপকন্যাস নবধা বা সপ্তধা করবিে, শরি হইতে পা পর্যন্ত এবং পা হইতে শরি পর্যন্ত ঐরূপ ন্যাস করবিে। অথবা ১০৮ বার করবিে।

ঋষ্যাদনি্যাস:

ঋষীন্যাসনেমূরধনদিশেে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে। দবেতাং হৃয়ে চবৈ বীজন্তু গুহ্য-দেশকে। শক্তপ্রিচ পাদয়ে াশ্চবৈ সর্বাঙ্গে কীলকং ন্যসংে। ততস্তু ততন্মন্ত্রে। ক্তন্যাসান্ কুরষ্যাদতি। তন্ত্রসারঃ।

মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দ, হৃদয়ে দবেতা, গুহ্যদেশে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি ও সর্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করবিে। যবে দবেতার পূজায় যবে ঋষি, যবে ছন্দঃ, সেই সেই পদ্ধতিতে তাহা উক্ত আছে। এই সকল নামাদি উচ্চারণকরিয়া উক্ত স্থান সকল স্পর্শ করতিে হয়। এস্থলে সাধারণ ক্রমমাত্র লখিতি হইল। যথা -

অমুকমন্ত্রস্য অমুকঋষিঃ অমুকছন্দ অমুকদবেতা অমুকবীজং অমুকশক্তিঃ অমুককীলকং মমইষ্টসদিধ্যর্থৎ বনিয়িে াগঃ। শরিসি ঔ অমুকঋষয়ে নমঃ, মুখে অমুকছন্দসে নমঃ, হৃদি ঔ অমুকদবেতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ঔ অমুকবীজায় নমঃ, পাদয়ে াঃ ঔ অমুকশক্তয়ে নমঃ, সর্বাঙ্গে ঔ অমুককীলকায় নমঃ।

পীঠন্যাস

আদতিে "ঔ" এবং অন্তে "নমঃ" শব্দ যবে াগ করিয়া নমিনলখিতি মন্ত্রে নমিনলখিতিস্থান সমুদয় স্পর্শ করবিে। যথা হৃদি - ঔ আধারশক্তয়ে নমঃ (এই ক্রমে) প্রকৃত্যে, কুরম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যে, কষীরসমুদ্রায়, শ্বতেদবীপায়, মণিমিণ্ডপায়, কলপবৃক্ষায়, মণবিদেকিয়ায়, রতনসংহাসনায়, দক্ষিণস্কন্ধে ধর্ম্মায়, বামস্কন্ধে জ্ঞানায়, উরুদ্বয়ে বরোগ্যায়, ঐশ্বরব্যায়, মুখে অধর্ম্মায়, বামপার্শ্বে অজ্ঞানায়, নাভে া অবরোগ্যায়, দক্ষিণপার্শ্বে অনশৈবব্যায়, পুনঃ হৃদি অনন্তায়, পদ্মায়, অং অরুমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সবে ামমণ্ডলায় াড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমিণ্ডলায় দশকলাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

শবিরে শবিরাত্রিমূর্ত্তনি্যাস --

অঙ্গুষ্ঠ যবে াগে ত্রজ্জনী দ্বযবে - নং তপুর্ষায় নমঃ। কমন ত্রজ্জনী যবে াগে অঙ্গুষ্ঠ দ্বযবে - যং ঈশানায় নমঃ। প্রথম অঙ্গুষ্ঠ যবে াগে মধ্যমা দ্বযবে - মং অখেরায় নমঃ। দ্বিতীয় অঙ্গুষ্ঠ যবে াগে অনামকিা দ্বযবে - বাং বামদবেতায় নমঃ। তৃতীয় অঙ্গুষ্ঠ যবে াগে কনষ্টিা দ্বযবে - শং সদ্যজাতায় নমঃ। চতুর্থ

□ন্যাস□

সংহার মাতৃকান্যাসঃ

সংহারমাতৃকা ধ্যান। অক্ষস্রজং হরণিপে। তমুদগ্ৰটঙ্কং বদ্বিাং কররৈবরিতং দধতীং ত্রনিত্ৰাম্।

অর্ধদুমে। লমিরুগামরবন্দিবাসাং বরণশ্বেবরীং প্ৰণমত স্তনভারনম্ৰাম্।

এই ধ্যান পাঠ করিয়া ক্-কারাদি অকারান্ত ন্যাস করবি। ক্‌ষং নমঃ হৃদয়াদি মুখে, লং নমঃ হৃদয়াদ্যুদরে, হং হৃদয়াদি বামপদে - এইরূপে অং নমঃ ললাটে পর্যন্ত ন্যাস করবি।

পীঠন্যাসঃ

আদিত্যে "ওঁ" এবং অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া নমিনলখিত মন্ত্রে নমিনলখিতস্থান সমুদয় স্পর্শ করবি। যথা হৃদি - ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ (এই ক্রমে) প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্‌ষীরসমুদ্রায়, শ্বতেদ্বীপায়, মণিমিণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়, রত্নসংহাসনায়, দক্ষিণস্কন্ধে ধর্ম্মায়, বামস্কন্ধে জ্ঞানায়, উরুদ্বয়ে বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, মুখে অধর্ম্মায়, বামপার্শ্বে অজ্ঞানায়, নাভৌ অবৈরাগ্যায়, দক্ষিণপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায়, পুনঃ হৃদি অনন্তায়, পদমায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহুমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

ঋষ্যাদিন্যাসঃ

ঋষীন্যসনে মূর্ধনদিশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে। দবেতাং হৃদয়ে চবৈ বীজন্তু গুহ্য-দশেকো। শক্তপ্রিচ পাদয়ে। শ্চবৈ সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসে। ততস্তু তত্তনমন্ত্রে। ক্তন্যাসান্ কুর্য্যাদতি। তন্ত্রসারঃ।

মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দ, হৃদয়ে দবেতা, গুহ্যদশে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি ও সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করবি। যবে দবেতার পূজায় যবে ঋষি, যবে ছন্দঃ, সেই সেই পদ্ধতিতে তাহা উক্ত আছে। এই সকল নামাদি উচ্চারণ করিয়া উক্ত স্থান সকল স্পর্শ করিতে হয়। এস্বথলে সাধারণ ক্রমমাত্র লখিত হইল। যথা -

অমুকমন্ত্রস্য অমুকঋষিঃ অমুকছন্দ অমুকদবেতা অমুকবীজং অমুকশক্তিঃ অমুককীলকং মমইষ্টসিদ্ধির্য়থৈ বনিয়ে। গঃ। শরিসি ওঁ অমুকঋষয়ে নমঃ, মুখে অমুকছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ অমুকদবেতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ অমুকবীজায় নমঃ, পাদয়ে।ঃ ওঁ অমুকশক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ওঁ অমুককীলকায় নমঃ।

ব্যাপকন্যাসঃ

ওঁ বা মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাদপর্যন্ত এবং পা হইতে হৃদয় পর্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গাত্রের অতি স্নানকিট স্থান দিয়া সঞ্চারন করাকে ব্যাপকন্যাস বলে।

ব্যাপকন্যাস নবধা বা সপ্তধা করবি, শরি হইতে পা পর্যন্ত এবং পা হইতে শরি পর্যন্ত ঐরূপ ন্যাস করবি। অথবা ১০৮ বার করবি।

অঙ্গন্যাসঃ

হৃদয়ে মধ্যমানামাত্রজ্জনীভিঃ স্মৃতং শরিঃ। মধ্যমা-ত্রজ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠনে শখি স্মৃতা।। দশভিঃ কবচং প্রকোক্তং তসিভিন্নতেরমীরতিম্। প্রকোক্তাঙ্গুলভিাং-মন্ত্রং স্যাদঙ্গকলপ্তরিং মতা।। ত্রজ্জনীমধ্যমানামাঃ প্রকোক্তা তেরত্রয়ে করমাং। যদি তেরদ্বয়ে প্রকোক্তং তদা ত্রজ্জনীমধ্যমে। তন্ত্রসারঃ।

মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনীদ্বারা মস্তকে, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শিখাস্থানে, সর্ব্বাঙ্গুলীদ্বারা কবচ; তর্জ্জনী ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলীদ্বারা নতেরে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করবি। যদি আরাধ্য দেবতার দুই নতের হয়, সেই স্থলে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা নতের ন্যাস করবি। ইহা শঙ্কুগন্যাস।

যে স্থলে পঞ্চাঙ্গন্যাসের ব্যবস্থা, সেখানে নতেরপরতিয়াগ করিয়া অপর পঞ্চ অঙ্গে ন্যাস করবি।
বিশ্ণুবিশয়ে উপরিকৃত অঙ্গুলনিয়মে ন্যাস করিলে প্রশস্ত হয় না। নমিনোক্ত বধিক্রমে তাহা করিতে হয়।
যথা -

অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবে। হস্তশাখা ভবনেমুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকহেপি।
অধে হঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখিয়াং করদবন্দ্বাঙ্গুলয়ে। বরমমণিস্যুঃ।
নারাচমুষ্টিযুদ্ববতবাহুয়ুগ্মকাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদতি। ধ্বনসিতু।
বিশ্বগ্নশিক্তা কথতিন্ত্রমুদ্রা যত্রাক্ষাণী তর্জ্জনীমধ্যমে চ।।

বিশ্ণুবিশয়ে অঙ্গুষ্ঠহীন সরল হস্তশাখা দ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে ন্যাস করবি এবং অঙ্গুষ্ঠমধ্যগতমুষ্টিদ্বারা শিখা, উভয় হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলীদ্বারা কবচ ও তর্জ্জনী এবং মধ্যমানতেরে ন্যাসকরিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা করতলধ্বনিকরবি।

অঙ্গন্যাসক্রম

আং হৃদয়ায় নমঃ। ঙ্গ শরিসে স্বাহা। উং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হুং। ঔং নতেরাভ্যাং বট্। (দেবতা ত্রনিতের হইলে - "ঔং" বতেরত্রয়ায় বট্। বলাতি হয়)। অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামন্ত্রায় ফট্। (তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম হস্তের তলদেশে বেষ্টন করিয়া করতলধ্বনিকরবি)।

করন্যাসঃ

আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (উভয়হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করবি)। ঙ্গ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, (অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তের তর্জ্জনী স্পর্শ করবি)। এইরূপ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পর পর সমস্ত অঙ্গুলি স্পর্শ করবি)। যথা -

উং মধ্যমাভ্যাং বট্, ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, ঔং কন্যিষ্ঠাভ্যাং বট্। অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামন্ত্রায় ফট্।
তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা বামহস্ততলদেশে বেষ্টন করিয়া করতলধ্বনিকরবি)।

"ন্যাস" শব্দটি এসেছে 'নি' পূর্বক 'অস' ধাতু যোগে যার অর্থ হল বিশেষভাবে স্থাপন। মূল কথা হল দেহের বিভিন্ন স্থানে উপাস্য দেবতার অধিষ্ঠান। তান্ত্রিক পূজায় বিভিন্ন প্রকার ন্যাসের উল্লেখ আছে ----
অঙ্গন্যাস, করন্যাস, মাতৃকান্যাস, বরন্যাস, ব্যাপকন্যাস, তত্ত্বন্যাস, বীজন্যাস, ষট্টান্যাস, ঋষাদন্যাস, গীঠন্যাস ইত্যাদি। গীঠন্যাসের তাৎপর্য হচ্ছে দেহের বিভিন্ন স্থানে দেবতার গীঠস্থানের ভূমিরূপ চিন্তা।

দেহের অঙ্গের উপর কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে অনাসক্তি শিক্ষা হল অঙ্গন্যাস। তার জন্য পূজনীয় দেবতা দেবীর বীজমন্ত্রের মূল অক্ষরটিতে আ, ঙ্গ, উ, ঐ, ঔ ৫টি দীর্ঘ স্বরবর্ণ রূপে প্রয়োগ।

হাত হচ্ছে ক্রিয়ার বাহন তাই অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কন্যিষ্ঠা আঙ্গুল গুলিতে বীজের মূল অক্ষরের সাথে দীর্ঘ স্বরবর্ণ যোগে স্থাপনই উদ্দেশ্য

স্বর ও ব্যঞ্জন পঞ্চাশটি বর্ণ মিলে মাতৃকা সরস্বতী, শব্দব্রহ্মময়ী আর পৃথকভাবে এক একটি বর্ণের অধিপতি এক একজন দেবতা। মাতৃকান্যাসের মাধ্যমে বর্ণগুলি উচ্চারণ করে বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করার মধ্যমে দিয়ে প্রতি বর্ণ অধিষ্ঠিত দেবীর শক্তিকে উপলব্ধি চেষ্টা। কালীর গলায় ৫০টি মুন্ড পৃথকভাবে ৫০টি সংস্কৃত বর্ণ। এছারা তান্ত্রিক ক্রিয়াকে অন্তমাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস, ষট্টান্যাস ইত্যাদি বর্তমান

ষট্টা = ছয় সঙ্গী যুক্ত। অর্থাৎ দেবীর মূলমন্ত্র(অনুলোম-বলিোম) মাতৃকা বর্ণের সাথে যুক্ত অথবা

মাতৃকাবর্ণগুলি পঁচটি বীজমন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে ছয় প্রকারে ব্যবহার । যে াঢ়ান্যাসের পর মাতৃকাবর্ণগুলি যথাক্রমে প্রণব, শ্রী, কাম, শক্তি, ক্লীব বীজ সংযুক্ত করে বিভিন্ন অঙ্কে মূলমন্ত্রপুটি মাতৃকা, মাতৃকাপুটি মূলমন্ত্র, অনুলে ামক্রমে মূলমন্ত্র , বলিে ামক্রমে মূলমন্ত্রন্যাসের বধি ।

"ন্যাস" শব্দটি এসেছে 'নি' পূর্বক 'অস' ধাতু যে াগে যার অর্থ হল বিশেষভাবে স্থাপন । মূল কথা হল দহেরে বিভিন্ন স্থানে উপাস্য দেবতার অধিষ্ঠান । তান্ত্রিকি পূজায় বিভিন্ন প্রকার ন্যাসের উল্লেখ আছে ---- অঙ্গন্যাস, করন্যাস, মাতৃকান্যাস, বরন্যাস , ব্যাপকন্যাস, তত্ত্বন্যাস, বীজন্যাস, যে াঢ়ান্যাস, ঋষাদনি্যাস, পীঠন্যাস ইত্যাদি। পীঠন্যাসের তাৎপর্য হচ্ছে দহেরে বিভিন্ন স্থানে দেবতার পীঠস্থানে ভূমি়ুপ চিন্তা। দহেরে অঙ্গরে উপর কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে অনাসক্তি শিক্ষা হল অঙ্গন্যাস। তার জন্য পূজনীয় দেবতা দেবীর বীজমন্ত্রেরে মূল অক্ষরটিতে আ, ঙ্, উ, ঐ, ও ৫টি দীর্ঘ স্বরবর্ণ রূপে প্রয়োগ । হাত হচ্ছে কর্ণির বাহন তাই অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কন্যিষ্ঠা আঙ্গুল গুলিতে বীজেরে মূল অক্ষরের সাথে দীর্ঘ স্বরবর্ণ যে াগে স্থাপনই উদ্দেশ্য স্বর ও ব্যঞ্জন পঞ্চারটি বর্ণ মলিে মাতৃকা সরস্বতী, শব্দব্রহ্মময়ী আর পৃথকভাবে এক একটি বর্ণেরে অধিষ্ঠিত এক একজন দেবতা। মাতৃকান্যাসেরে মাধ্যমে বর্ণগুলি উচ্চারণ করে বিভিন্ন অঙ্গে স্পর্শ করার মধ্যে দিয়ে প্রতি বর্ণ অধিষ্ঠিত দেবীর শক্তিকে উপলব্ধি চেষ্টা। কালীর গলায় ৫০টি মিন্ড পৃথকভাবে ৫০টি সংস্কৃত বর্ণ। এছারা তান্ত্রিকি কর্ণিয়ে অন্তমাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস , যে াঢ়ান্যাস ইত্যাদি বর্তমান যে াঢ়া = ছয় সঙ্গী যুক্ত। অর্থাৎ দেবীর মূলমন্ত্র(অনুলে াম-বলিে াম) মাতৃকা বর্ণেরে সাথে যুক্ত অথবা মাতৃকাবর্ণগুলি পঁচটি বীজমন্ত্রেরে সঙ্গে যুক্ত করে ছয় প্রকারে ব্যবহার । যে াঢ়ান্যাসের পর মাতৃকাবর্ণগুলি যথাক্রমে প্রণব, শ্রী, কাম, শক্তি, ক্লীব বীজ সংযুক্ত করে বিভিন্ন অঙ্কে মূলমন্ত্রপুটি মাতৃকা, মাতৃকাপুটি মূলমন্ত্র, অনুলে ামক্রমে মূলমন্ত্র , বলিে ামক্রমে মূলমন্ত্রন্যাসের বধি । ব্যাপকন্যাসে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি, ঋষাদনি্যাস এ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ভাবে নিজেকে দেবভাবে ঙ্গেশ্বরদর্শনের উপযুক্ত করে তে ালা